বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন ২০০৫ (SEZ Act, 2005)
এবং সমস্ত SEZ প্রকল্প বাতিল কর

(MKP আয়োজিত SEZ বিরোধী সর্বভারতীয় কনভেনশনে ১ অক্টোবর ০৭-এর আলোচনার জন্য পেশ করা হল)

ভারতবর্ষের চলমান গণআন্দোলনগুলির মধ্যে 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' বা SEZ বিরোধী আন্দোলন আজ এক নজর-কাড়া রূপ নিয়ে সমাজের বুকে হাজির হয়েছে। কি ব্যপ্তিতে, কি গভীরতায়—কি জনসমর্থনে, কি জঙ্গি মেজাজে—দেশের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়া এই SEZ বিরোধী আন্দোলনগুলি বাস্তবিকই একবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের গণআন্দোলনে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করছে। কেন্দ্র থেকে রাজ্য, সর্বত্রই এই SEZ এর পক্ষে অথবা বিপক্ষে জনমতের মেরুকরণ ঘটছে। সামাজিক এই মেরুকরণ, নিশ্চিতভাবেই আগামী দিনে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে সেদিক থেকে দেখলে SEZ বিরোধী আন্দোলন, নিছক একটি সরকারি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন হিসাবে বর্তমানে আর সীমায়িত নেই। প্রকৃত 'সামাজিক উন্নয়ন' কোন্ পথে সম্ভব, শিল্পায়নের সঠিক রাস্তা কোন্‌টি, জল-জঙ্গল-জমির ওপর স্থানীয় মানুষের স্বাভাবিক অধিকার থেকে শুরু করে গোটা একটি দেশের সার্বভৌমত্ব কিভাবে রক্ষা করা যাবে—এ জাতীয় বহু গভীর প্রশ্ন আবর্তিত হচ্ছে SEZ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। আর সেই বৈশিষ্টটি-ই, গড়পড়তা গণআন্দোলনের থেকে SEZ বিরোধী আন্দোলনকে ভিন্ন এবং উচ্চতর একটি মাত্রা প্রদান করেছে।

মুক্ত বাণিজ্যের শর্তাবলীর নিশ্চয়তা সহ পৃথিবীর দেশে দেশে 'অর্থনৈতিক অঞ্চল' গড়ে তোলার মার্কিনী তৎপরতা শুরু হয় গত শতাব্দীর '৭০-এর দশকে। কিন্তু ঐ আমলে বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান সংবিধানগুলি, এই পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেই বাধা অতিক্রম করার জন্য '৮০-এর দশকের মাঝামাঝি শুরু হয় 'গ্যাট' আলোচনা। লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর সমস্ত দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য একটি সাধারণ নিয়ম চালু করা। এর জন্য গ্যাট চুক্তিভুক্ত দেশগুলিকে বাধ্য করা হয় নিজ-নিজ দেশের আইন পরিবর্তন করে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নির্দেশ মাফিক আইন তৈরি করতে। মুষ্টিমেয় কিছু সাম্রাজ্যবাদী দেশ তথা অতি-বৃহৎ কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থে শুরু হয় 'উদারীকরণ' ও 'বিশ্বায়ন'-এর যুগ। বিদেশি প্রভুদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে ভারতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই যুগের সূচনা করে নরসীমা রাও সরকার, ১৯৯১ সালে। নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির বিবর্তনের হাত ধরে ক্রমশঃ এই 'অর্থনৈতিক অঞ্চল'-এর ধারণারও বিবর্তন ঘটতে থাকে। 'মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (FTZ)', 'রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ)', 'বিদেশি সুগম্যতা অঞ্চল (FAZ)'-এর পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর অবশেষে SEZ-এর ধারণাটি চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। আমাদের দেশে NDA সরকার প্রস্তাবিত এই বিলটিকে UPA সরকার ২০০৫ সালে আইনে পরিণত করে এবং এটিকে পাশ করানোর জন্য NDA-র বিভিন্ন শরিকদল থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংসদীয় বামপন্থী দলগুলি একযোগে UPA সরকারকে সহায়তা করে। ১৯৭০-এর দশক থেকেই শিল্পসামগ্রী উৎপাদন ও একই সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য চালাবার জন্য যে শিল্পতালুক নির্মাণের পরিকল্পনা সাম্রাজ্যবাদ করেছিল, তারই চরম রূপ হিসাবে আমাদের দেশে আবির্ভূত হল SEZ.

ভারতে জনবিরোধী আইন প্রণয়ন কোনও নতুন ঘটনা নয়। সমাজের খেটে খাওয়া মানুষকে বঞ্চিত করে উচ্চশ্রেণীর মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থ সুরক্ষাকারী বহু আইনের প্রণয়ন এর আগেও হয়েছে। কিন্তু অতীতের সব উদাহরণকেও যেন ছাপিয়ে গেছে 'SEZ আইন, ২০০৫'! এই আইনের বলে যে কোনও ব্যক্তি, যে কোনও অঞ্চল SEZ তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছে আবেদন জানাতে পারেন। তিনি স্বদেশি হতে পারেন, বিদেশিও হতে পারেন। তাঁর আবেদনের জায়গাটিতে কৃষিজমি থাকতে পারে, ঘনবসতি-ও থাকতে পারে। খনিজ পদার্থে পূর্ণ বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর অরণ্য—কোনও কিছুতেই SEZ গড়তে বাধা নেই। সরকার ও শিল্পপতির মধ্যে চুক্তি চূড়ান্ত হওয়া মাত্রই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যেতে হবে হাজার হাজার পরিবারকে। উচ্ছেদ হতে হবে ভিটে-মাটি থেকে। উচ্ছেদ হতে হবে জীবিকা থেকে। উর্বর জমিতে সোনার ফসল ফলানো কৃষক থেকে শুরু করে অরণ্যচারী উপজাতি—রেহাই নেই কারোর। উচ্ছেদ হওয়ার 'ক্ষতিপূরণ' হিসাবে এঁদের কারও কারও কপালে জুটবে সামান্য কিছু ভিক্ষা। আর যিনি SEZ-এর মালিক হলেন? নির্বিঘ্নে মুনাফা করার গ্যারান্টি হিসাবে বছরের পর বছর ধরে তাঁকে ভর্তুকিতে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে, ভর্তুকিতে জল দেওয়া হবে, ব্যাপক পরিমাণে ছাড় দেওয়া হবে আয়কর বিক্রয়কর থেকে শুরু করে সমস্ত রকম কর থেকে। এখানেই শেষ নয়! ঐ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের 'ডেভেলপমেন্ট কমিশনার' যদি চান, তাহলে দেশের চালু শ্রম-আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যথেচ্ছ শ্রমিক শোষণ করতেও সেখানে কোনও বাধা নেই; কারণ তাঁর অনুমতি ছাড়া দেশের চালু শ্রম আইনটি লাগু-ই হতে পারবে না সংশ্লিষ্ট SEZ-টিতে। এমনিতে আইন থাকা সত্ত্বেও সারা দেশ জুড়ে আইন ভাঙতে মালিকরা যেখানে সিদ্ধহস্ত, সেখানে আইনের ন্যূনতম রক্ষাকবচও যেখানে থাকবে না, সেখানকার শ্রমিকদের যে কি অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে তা কল্পনা করাও কঠিন। তদুপরি এই SEZ গুলি, আইন বলেই একধরনের 'নিষিদ্ধ অঞ্চল' রূপে পরিগণিত হবে, যেখানে বিশ ডেভেলপমেন্ট কমিশন-এর অনুমতি বিনা প্রবেশ তথা কোনও রকম নজরদারী করা চলবে না। এ যেন দেশের মধ্যেই অদৃশ্য পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা এক বিদেশ! পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর SEZ বিল, ২০০৩-এ SEZ-এর বর্ণনা করেছেন এইভাবে : "Special Economic Zone" means a specifically delineated duty free enclave, as if it were a foreign territory

for the purpose of trade operation, duties and tariffs, having heen declared and notified in the official gazette as a Special Economic Zone by the Central government [Chpter-1, 2; Clause (b); Sub Clause (1)]—এতবড় জনবিরোধী আইনের উদাহরণ সত্যিই 'স্বাধীন' ভারতবর্ষে বিরল।

দেশজুড়ে যে বিপুল পরিমাণ জমি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের জন্য নেওয়া হবে, তার এক-চতুর্থাংশই মাত্র ব্যবহার করা হবে উৎপাদনের জন্য—বাকি তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে চালানো হবে প্রোমোটিং ব্যবসা। আম্বানি, টাটা বা সালিম—এরা সকলেই SEZ-এর অভ্যন্তরে যাতে আবাসন প্রকল্প, শপিং মল, বিনোদন কেন্দ্র বানিয়েই মূল মুনাফাটা তুলে নিতে পারে, আইনসিদ্ধ করা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, রপ্তানির উদ্দেশ্য না ফাটকা পুঁজির বড় দাঁও মারার উদ্দেশ্য—কোনটা আসল! এছাড়াও SEZ যে শুধু শিল্প গঠনের ব্যাপার একথা ভাবারও কোনো কারণ নেই। মনসেন্টো, কার্গিল-দের মতো কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদক বহুজাতিক দৈত্য অথবা আম্বানির কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসা বৃদ্ধির স্বার্থে তাদের চুক্তি চাষ করার অধিকারও দেওয়া হয়েছে SEZ আইনে। SEZ গুলিতে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থা চুক্তি চাষ করাতে পারবে এবং চুক্তি চাষের অঞ্চলে সার-বীজ রাসায়নিক ইত্যাদি পাঠাতে পারবে। SEZ-এর সুবিধা নিয়ে সার-বীজ রাসায়নিক বানানোই শুধু নয়, ব্রিটিশ জমানায় নীলকর সাহেবরা যেমন দাদন দিয়ে নীল চাষ করাত—SEZ-এর বাইরের কৃষি-ভারতে সেই ব্যবস্থাকে নতুন করে দেশব্যাপী পত্তনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অন্ধ্র, মহারাষ্ট্রের চুক্তিচাষীদের আত্মহত্যার সারিকে গোটা দেশে ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

এর পাশাপাশি ইতিমধ্যেই সবুজ সঙ্কেত পাওয়া অথবা পেতে চলা SEZ গুলিতে কত কোটি টাকার বিনিয়োগ আসতে চলেছে এবং তার বিনিময়ে সরকারকে কত কোটি টাকার কর ছাড় দিতে হবে, যে সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন হিসাব নিকাশ শুরু হয়েছে। এর অনেকটাই আনুমানিক হলেও প্রাথমিক সঙ্কেত হিসাবে যা পাওয়া যাচ্ছে, দেশের অর্থনীতি তথা সমাজ-জীবনে তার প্রভাব ভয়াবহ। প্রথম দফার ৭০টি SEZ আগামী ২০০৯-১০ সালের মধ্যে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে বলে জানা গেছে। কিন্তু যে তথ্যটি চমকপ্রদ, তা হল, ঐ একই সময়ে কর ছাড় বাবদ ভারত সরকার আলোচ্য SEZ-গুলি থেকে লোকসান করবে ১ লক্ষ ২ হাজার কোটি টাকা! প্রতি বছর যত টাকা লোকসান হবে, তা ভারত সরকারের 'জাতীয় গ্রামীন রোজগার নিশ্চয়তা যোজনা' (National Rural Employment Guarantee Scheme)-য় বার্ষিক খরচের প্রায় ৫ গুন! ঐ একই টাকায় প্রায় সাড়ে ৫ কোটি ক্ষুধার্ত মানষের বছর-ভোর অন্ন সংস্থান হতে পারতো! এখানেই শেষ নয়। প্রাথমিক হিসাবে দেখা যাচ্ছে, SEZ প্রকল্পগুলি কার্যকর হলে প্রায় ১,১৪,০০০ কৃষিজীবী পরিবার (গড়ে প্রতি পরিবারে ৫ জন সদস্য) সহ আরও প্রায় ৫২,০০০ ক্ষেতমজুর পরিবার তাদের জীবন-জীবিকা থেকে উচ্ছেদ হবে। কৃষির ওপর নির্ভরশীল, এমন অন্যান্য সমস্ত মানুষের সংখ্যা ধরলে সব মিলিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ! বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী, কেবলমাত্র জমি থেকে আয়বাবদ এই কৃষিজীবী পরিবারগুলির প্রতি বছর লোকসান হবে কমবেশি ২১২ কোটি টাকা, অন্যান্য আয়ের উৎস ধরলে যার প্রকৃত পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক বেশি। প্রাথমিকভাবে পাওয়া এই তথ্যগুলিই প্রমাণ করে SEZ আইন কোন্ উদ্দেশ্য, কাদের স্বার্থে!

স্বাভাবিকভাবেই, দানবীয় এই SEZ আইন, ২০০৫-এর বিরুদ্ধে এবং সবুজ সঙ্কেত পাওয়া SEZ প্রকল্পগুলি বাতিলের দাবিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে গণআন্দোলন ক্রমশই দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত SEZ এর বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলার নন্দীগ্রামের আন্দোলন ইতিমধ্যেই রাজ্য ও দেশের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। পুলিশ ও শাসক দলের বর্বর আক্রমণে ইতিমধ্যেই সেখানে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। অবশেষে গণআন্দোলনের প্রবল চাপের মুখে পড়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে এখানকার বামফ্রন্ট সরকার। উড়িষ্যার জগৎসিংপুরে হাজার হাজার মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছেন দক্ষিণ কোরীয় বহুজাতিক সংস্থা পস্‌কো-র প্রস্তাবিত SEZ-এ ইস্পাত কারখানা তৈরির বিরুদ্ধে। গোপালপুরে আন্দোলন চলছে টাটাগোষ্ঠী প্রস্তাবিত SEZ-এর বিরুদ্ধে। মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলায় মুকেশ আম্বানি-র রিলায়েন্স গোষ্ঠীর ৩৫,০০০ হেক্টর জমি নিয়ে গঠিত দেশের সর্ববৃহৎ SEZ-এর বিরুদ্ধে প্রবল গণআন্দোলন চলছে। মুকেশ আম্বানির ভাই অনিল আম্বানি উদ্যোগ নিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে ২,৫০০ একর জমি অধিগ্রহণ করে 'পাওয়ার প্ল্যান্ট' নির্মাণের। আন্দোলন ফেটে পড়েছে সেখানেও। হরিয়ানার মানেসর-এ রিলায়েন্স গোষ্ঠী প্রস্তাবিত ৩৫,০০০ হেক্টর SEZ প্রকল্পের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ পথে নেমেছেন। পাঞ্জাবের বার্নালায় তীব্র গণআন্দোলন চলছে ট্রাইডেন্ট গ্রুপের বিরুদ্ধে, জোর করে কৃষিজমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে। ছত্তিশগড়ে, জগদলপুর সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষরা লড়ছেন টাটা গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানার জন্য জোর করে কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে। গুজরাট এবং রাজস্থানেও প্রস্তাবিত SEZ গুলি নিয়ে শুরু হয়েছে প্রবল গণঅসন্তোষ। সংক্ষেপে, ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি প্রান্তে, যেখানেই এই SEZ গুলি গড়ে উঠছে, প্রায় সর্বত্রই মুখোমুখি হচ্ছে তীব্র গণবিক্ষোভের। ক্ষোভ প্রদর্শন, প্রচার ও প্রতিবাদ আন্দোলনের সীমা ছাড়িয়ে বহু ক্ষেত্রেই যা উন্নীত হচ্ছে সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের স্তরে। আর এভাবেই, অঞ্চল-জেলা তথা রাজ্যগত ইস্যুর গণ্ডী অতিক্রম করে SEZ বিরোধী আন্দোলন আজ এক শক্তিশালী সর্বভারতীয় সামাজিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

SEZ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতিতে যে নতুন ধরনের সমীকরণ তথা মেরুকরণ ঘটছে, সেটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্বতন NDA সরকারের আমলে যে SEZ আইনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল, বর্তমান UPA সরকারের হাত ধরেই সেটি বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ, দেশের ছোট বড় শাসক দলগুলির অধিকাংশই নীতিগতভাবে SEZ কে ছাড়পত্র দিয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে, সেখানে SEZ গড়ে উঠছে, সেখানে আঞ্চলিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতায় কোনও বিশেষ একটি দল বা জোট নেই। অর্থাৎ, নীতিগতভাবে এটি কোনও বিশেষ শাসক দলের অ্যাজেন্ডা নয়। যেখানে যে দল সরকারি ক্ষমতায় আসীন, সেখানেই সে SEZ আইন লাগু

করতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছে। কেন্দ্রের শাসক জোট UPA-র শরিক থেকে বিরোধী জোট NDA-র শরিক—সকলেই নিজ নিজ প্রভাবাধীন রাজ্যে SEZ গড়তে মরিয়া। SEZ আইনের প্রয়োগকে কেন্দ্র করে এই প্রশ্নে শাসক দলগুলির প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট মেরুতে সমাবেশিত হয়েছে। আবার SEZ বিরোধী আন্দোলনগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রায় সর্বত্রই দল-মত-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মেহনতী মানুষ লড়াইয়ের ময়দানে জমা হয়েছেন। কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে নয়, ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রায় সর্বত্রই আন্দোলন পরিচালতি হচ্ছে নানান ধরনের 'গণকমিটি'র নেতৃত্বে। বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরের প্রতি আনুগত্য সমাজ জীবনে যে বিভাজন সৃষ্টি করে, SEZ বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই বিভাজন দ্রুত কমে এসেছে; পরিবর্তে তৈরি হয়েছে আন্দোলনের এক নতুন মেরুকরণ। অর্থাৎ এককথায়, SEZ আইনের প্রণয়ন তথা বিভিন্ন SEZ প্রকল্প রূপায়ণ এবং তার বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে মেরুকরণ ঘটছে শাসক রাজনৈতিক দলগুলি এবং হাজার-হাজার লক্ষ লক্ষ সাধারণ শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে। নিশ্চিতভাবেই এই মেরুকরণ আগামী দিনের গণআন্দোলনকে তথা সর্বভারতীয় স্তরের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে। SEZ বিরোধী আন্দোলনের সেটিও অন্যতম তাৎপর্য।

এমতাবস্থায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের SEZ বিরোধী আন্দোলনগুলির মধ্যে একটি নিবিড় যোগসূত্র গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন পারস্পরিক অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের। ভবিষ্যতে যা দেশজোড়া একটি সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তি নির্মাণ করতে পারে। SEZ যেহেতু কেন্দ্রীয়ভাবে একটি 'নীতি'র বিষয়, কাজেই, কেন্দ্রীয়ভাবেই এর বিরুদ্ধে নীতিগত অবস্থান গ্রহণ করে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সেই নীতিগত অবস্থান হল : "SEZ আইন ২০০৫ এবং সমস্ত SEZ প্রকল্প অবিলম্বে বাতিল কর"। কোনও খুচরো সংশোধন করে এই আইনের বিষদাঁত ভাঙ্গা সম্ভব নয়। তদুপরি, কোনও একটি এলাকায় বা রাজ্যে আন্দোলন করেও (এমনকি সেই আন্দোলন যদি যথেষ্ট উচ্চতাতে পৌঁছায়, তাহলেও) এই কালা কানুনকে সার্বিকভাবে রোধ করা যাবে না। প্রয়োজন, একটি নীতিগত অবস্থান থেকে দেশজোড়া আন্দোলন গড়ে তোলার। অথবা অন্যভাবে বললে, দেশের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়া আন্দোলনগুলিকে একটি নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার।

বর্তমান কনভেনশন, সেই উদ্যোগকে বিকশিত করার লক্ষেই একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ। সংগ্রামী অভিনন্দন সহ—

কেন্দ্রীয় পরিচালন কমিটি
মজদুর ক্রান্তি পরিষদ